০৮-০৬-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের বাপদাদার শ্রীমতের ডাইরেকশন অনুযায়ী চলে দেহী অভিমানী হতে হবে, চিত্র দেখলেও বিচিত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে"

প্রশ্নঃ- কোন্ মহিমার আধারে তোমরা বাচ্চারা লাকি স্টার্স রূপে পরিচিত হও ?

উত্তর :- পবিত্রতার মহিমার আধারে। তোমরা এই শেষ জন্মে পবিত্র হয়ে ভারতকে পবিত্র করার সেবা কর, তাই তোমরা হলে লাকি স্টার্স, দেবতাদের চেয়েও উঁচুতে। তোমাদের এই হল হীরে তুল্য জন্ম। তোমরা হলে উচ্চ সেবাধারী। ব্রহ্মার আত্মা এই সময় শ্রীকৃষ্ণের চেয়েও উঁচুতে, কারণ তিনি পিতা হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ তো প্রালব্ধ ভোগ করেন।

গীত :- আগামী দিনের তোমরা হলে প্রতিকৃতি ....

ওমশান্তি। বাবা বলছেন বাচ্চাদের। বাবাও হলেন নিরাকার বাচ্চারাও হল নিরাকার। কিন্তু এই যে সাকারী দেহ ধারণ করা হয়েছে, তার দ্বারা পার্ট প্লে করতে হয় এমন পার্টধারী বাচ্চাদেরকে বাবা বলছেন এখন দেহী অভিমানী হও। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এমন বোলো না - অহম্ (আমি) আত্মা হলাম সেই পরমাত্মা। এখানেই তো তোমরা বাবাকে ৮৪-র চক্রে ঠেলে দাও। নিজেকে পিতা ভেবে ৮৪ জন্মের চক্রে প্রবেশ করিয়েছ। এই কথা বলে তোমরা রসাতলে পৌঁছেছ। জীবন নৌকো ডুবতে আরম্ভ করেছে। এখন তোমরা শ্রীমৎ প্রাপ্ত কর। বাচ্চারা জানে দুইটি মতের গায়ন আছে। এক হল শ্রীমৎ। এই হল ভগবানের শ্রীমৎ অর্থাৎ বেহদের পিতার মতামত। তারা কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। সেইটি হল ভুল। কৃষ্ণকে পিতা বলা যাবেনা। পিতা হয় তিন। এক হলেন উঁচু থেকে উঁচু পরম পিতা পরমাত্মা, আত্মাদের পিতা, দ্বিতীয় হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। এনাকে পরম পিতা বলা হবেনা। ইনি হলেন প্রজার পিতা। এনার নামও খুব বিখ্যাত। কৃষ্ণকে প্রজাপিতা বলা হবেনা। তৃতীয় হলেন লৌকিক পিতা। বেহদের বাবা বলেন - বাচ্চারা , দেহী-অভিমানী ভব। এখন তোমরা শ্রীমতের ডাইরেকশন প্রাপ্ত কর। দুজনের মত একসাথে চলে। তোমরা অনুভব করো - এই মহাবাক্য টি শিববাবা বোঝাচ্ছেন। ত্রিমুর্তি শিবের পরিবর্তে ভুল করে ত্রিমুর্তি ব্রহ্মা বলে দিয়েছে। তার কোনো অর্থ নেই। ত্রিমুর্তি ব্রহ্মা বললে ব্রহ্মার মত গায়ন আছে। শিবকে উধাও করে দিয়ে হয়েছে। বলা হয় ব্রহ্মাও নেমে এসেছেন। ব্রহ্মা সূক্ষ্ম বতন থেকে নেমে এসে মতামত দেবেন। এখন তোমরা এইটি বুঝেছ , প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে ব্যক্ত ব্রহ্মা বলা হয়। তোমরা এখন ব্যক্ত ব্রাহ্মণ, তারপর অব্যক্ত সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণে পরিণত হও। তারপরে অব্যক্ত সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ হও। তারপরে তোমরা সূক্ষ্ম বতন বাসী ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ ব্রহ্মা, সম্পূর্ণ সরস্বতী - দুজনে সূক্ষ্ম বতনে বাস করে। বিষ্ণু স্বরূপ তো হলেন যুগল। দুটি ভুজা লক্ষ্মীর, দুটি ভুজা নারায়ণের । এবার এই মত-টি হল খুব বিখ্যাত। ভগবানুবাচ, ব্রহ্মাকে মত দেন শিব। এনার নাম রাখা হয়েছে ব্রহ্মা। ব্রহ্মা হলেন এইখানে পতিত দুনিয়ায়। এনাকে উঁচু বলা উচিত নয়। বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী নারায়ণ তারপরে এখানে স্বর্গে আসেন। দেব-দেব মহাদেব বলা হয় কিনা। অতএব মহাদেব হলেন শঙ্কর। বাচ্চারা তো বুঝেছে শিব হলেন উঁচু থেকে উঁচু পিতা। তারপরে সূক্ষ্ম বতন রচনা করেন। মুখ্য কথা হল শ্রীমৎ অনুসারে চলা। ব্রহ্মাও শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে যেত বিখ্যাত হয়েছেন। যোগ্য (মুরব্বী) বাচ্চা হলেন একমাত্র ব্রহ্মা। শিববাবাও এক , ব্রহ্মাও একজনই আছেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা হয় কিনা। প্রজাপিতা

বিষ্ণু বা প্রজাপিতা শঙ্কর বলা হবেনা। এখন তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সম্মুখে বিরাজিত আছো। বাবা বলেন গৃহস্থে থেকে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। নিরন্তর আমায় স্মরণ করার পুরুষার্থ করো । ত্যাগের কথা পরে আসে। জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য বলা হয় কিনা । বৈরাগ্য হলে ত্যাগ করা হয়। সন্ন্যাসী প্রথমে বৈরাগ্য উৎপন্ন করেন যে এই সুখ হল কাগ বিষ্ঠা সম তাই ঘর সংসার ত্যাগ করে । বলে যে ভারত সত্যযুগে স্বর্গ ছিল। নরক বাসীরা বলে আমরা স্বর্গ বাসী ছিলাম। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে স্বর্গে দেবী দেবতাদের বাস ছিল। প্রাচীন ভারতে পিউরিটি, পীস, প্রস্পারিটি সব ছিল। নরকবাসী মানুষ স্বর্গ স্থাপনকারী পিতার মহিমা গায়ন করে - আপনি হলেন সুখের সাগর, শান্তির সাগর। এই বাবার কাছেই সেকেন্ডে জীবনমুক্তির বর্সা প্রাপ্ত হয়। বাবা ক্ষণে ক্ষণে বলেন কার সঙ্গে চলেছ ? শিববাবার কাছেই বর্সা প্রাপ্ত হবে। বুদ্ধিতে যেন শিববাবার-ই স্মরণ থাকে। ওঁনার কাছে স্বর্গের অসীম সুখের প্রাপ্তি হবে। তোমরা বলবে আমরা শিববাবার সঙ্গে চলি। কেউ নতুন যদি হয় বলবে শিববাবা তো নিরাকার। ইনি তো ব্রহ্মা, তোমরা শিববাবার সঙ্গে কিভাবে চল ? বিচিত্র কিনা। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা শিববাবার সম্মুখে বিরাজিত আছি। শিববাবার কোনো আকার সাকার রূপ নেই। তিনি নিরাকার এনার দেহেই আসেন। এনার মধ্যে এসে বলেন। ইনি নিজের জন্ম সম্বন্ধে জানেন না। এখন তোমরা জানো সঠিক রূপে আমরা ৮৪ জন্ম পূর্ণ করেছি। ৮৪ জন্মের-ই গায়ন আছে। সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণ ছিলেন, নিশ্চয়ই তাঁরা ৮৪-র চক্র পরিক্রমন করেছেন। অন্য ধর্মীয় জন তো পরে আসে, তাদের এত জন্মও হয়না। প্রথমে আত্মা হয় সতোপ্রধান, পরে তমোপ্রধান হয়। সুতরাং এই হল ভগবানের শ্রীমৎ। ব্রহ্মাকেও তিনি মত দেন। কিন্তু মুরব্বী বাচ্চা হওয়ার দরুন ব্রহ্মাবাবা ভালো করে ধারণ করে বোঝান। কখনও শিববাবা এসেও বোঝান। বলেন - বাচ্চারা, দেহি অভিমানী ভব। শিববাবাও বলেন, ব্রহ্মাও বলেন দেহী অভিমানী ভব। এখন তোমরা প্রাক্টিক্যালে সম্মুখে বসে আছো। তিনি হলেন বিচিত্র। তোমরা হলে চিত্র যুক্ত। সবাইকে বল - হে ভাই, হে আত্মারা, বাবাকে স্মরণ কর। আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। একে অপরকে সাবধান করে উন্নতি কর। এইসব ব্রহ্মার দেহ দ্বারা বাবা বলেন - আমি পিতা আমায় স্মরণ করলে স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত হবে। এই ভূতের বশে বশীভূত হবেনা। সর্ব প্রথম হল অশুদ্ধ অহংকার। বডি কনসাস অর্থাৎ দেহ অভিমান ত্যাগ কর। সোল কনসাস অর্থাৎ দেহি অভিমানী হও। ভাই ভাই তোমরা তবে পিতাও হবেন নিশ্চয়ই। ভাই-বোনের পিতা হলেন ব্রহ্মা। ভাই-ভাইয়ের পিতা হলেন নিরাকার। ইনি হলেন সাকার। আমরা সবাই আসলে হলাম নিরাকার। পার্ট প্লে করতে আসি। এই হল শ্রী শ্রী শিব ভগবানুবাচ। কৃষ্ণ ভগবান নন। এনাকেই প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা হয়। কৃষ্ণের চেয়ে উঁচু হযে গেলেন ব্রহ্মা । এই সময় ব্রহ্মা হলেন কৃষ্ণের উপরে কারণ কৃষ্ণের আত্মা সত্যযুগে ছিলেন। সেই আত্মা এই ৮৪তম জন্মে এসে বাবার আপন হয়েছে। সুতরাং কৃষ্ণের আত্মার চেয়ে ইনি হলেন শ্রেষ্ঠ তাই না কারণ এইসময় সেবা করেন। কৃষ্ণের আত্মা তো কেবল প্রালব্ধ ভোগ করবে। তাহলে দুজনের মধ্যে কে বড় , কে উঁচু হল ? ৮৪ জন্মের চক্রে প্রথম জন্মধারী কৃষ্ণ উঁচুতে নাকি এইসময় জন্মধারী ব্রহ্মা উঁচুতে ? বাস্তবে হীরে তুল্য জন্ম হল এই জন্ম কারণ এখানে তোমাদের প্রাপ্তি হয় অনেক। সেখানে তো এমন বলা হবে না যে প্রাপ্তি হয়। এই সময়েই তোমাদের সম্পূর্ণ প্রপার্টি প্রাপ্ত হয়।

তোমরা হলে খুব উঁচু সেবাধারী । তোমরা ভারতকে স্বর্গ , পতিতকে পবিত্র করে তারপরে এই দুনিয়ায় রাজ্য করবে। তোমরা হলে লাকি স্টার্স তাই সবাই মাথা নোয়াবে তোমাদের কাছে তাইনা। এই সম্পূর্ণ মহিমা হল পবিত্রতার মহিমা তাই বাবা বলেন কাম হল মহা শত্রু, যে তোমাদের অপবিত্র

করেছে, তাকে পরাজিত কর। আমি সর্ব শক্তিমান, আমার সঙ্গে যত যোগ যুক্ত হবে, ততই পবিত্র হতে থাকবে। তোমরা ৬৩ জন্ম বিষয় সাগরে নিমজ্জিত অবস্থায় ছিলে। এখন এই হল তোমাদের অন্তিম অর্থাৎ শেষ জন্ম। অজামিল সম পাপীদের গায়ন আছে। সত্যযুগে আছেই একমাত্র পতিব্রতা, পাবন বা পবিত্র ধর্ম। সর্বদা সুখ-ই সুখ থাকে সেখানে। এখানে তো হয়েছে পতিত। সন্ন্যাসী প্রথমে সতোপ্রধান ছিলেন তাই তীক্ষ্ণ ছিলেন। বনে জঙ্গলে যেকোনো স্থানে ভোজন প্রাপ্ত করতেন। পবিত্রতায় শক্তি ছিল। এমন তো নয় যে পরম পিতা পরমাত্মা শিবের শক্তি ছিল। তোমরা ওঁনার শক্তি প্রাপ্ত কর। মায়ার রাজ্য শুরু হয় দ্বাপর থেকে। পাঁচ বিকার রূপী রাবণের রাজ্য অর্ধকল্প চলে। মানুষ বোঝেনা যে পতিত-পাবন কে ? গঙ্গাকে পতিত পাবনী ভেবে নিয়েছে। পরমাত্মাকে কেউ জানেনা। বলে দেয় পরমাত্মা এবং তাঁর রচনা হল অন্ত হীন। সত্যযুগের আয়ু লক্ষ বছর বলে। যদি এরকম হত তাহলে দেবতা ধর্মীয় জনের সংখ্যা বেশি হওয়া উচিত। এখন তো কশ্চিষ্টান ধর্মীয়জন যারা পরে এসেছে তাদের সংখ্যা বেশি আছে। এইসব বাবা বোঝান। বুদ্ধির জন্যে এইরূপ ভোজন দেন। তোমাদের বুদ্ধি এখন কত কাজ করে! মানুষের বুদ্ধি এখন কাজ করেনা। রচয়িতা ও রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানবার বুদ্ধিতে তালা বন্ধ আছে। তাদের হল হদের সন্ন্যাস, হঠ যোগ। তোমাদের হল বেহদের সন্ন্যাস, রাজযোগ। তোমরা রাজার রাজা স্বর্গের মালিক হও। এইসময় যারা পতিত, তারা এই রহস্য থোড়াই বলতে পারবে। গীতা পাঠ করে, ১৮ অধ্যায়ের বিরাট অর্থ বের করে। কতগুলি গীতা তৈরি করেছে ! সবার নিজের নিজের মতামত আছে। গীতাকে বুঝতে পারেনা। কৃষ্ণ ভগবানই নয়, তাহলে গীতা কীকরে বুঝবে। কিছুই বোঝে না । এখন তোমরা জানো - সেসব হল ভক্তিমার্গের। পাঁচটি ভূত অজামিল সম পাপী করেছে। নম্বর অনুযায়ী তো আছেই। একরকম তো কেউ নয়। বোঝান হয় - ভগবান হলেন এক, তিনি এসে রাজ যোগের শিক্ষা দেন। লক্ষ্মী নারায়ণ ও তাঁদের ডিনায়েস্টি তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হচ্ছে। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি আবার রিপিট হবে। প্রথমে তো নিশ্চয় চাই। বাবা, ব্যাস এবার আমরা তো আপনার শ্রীমৎ অনুসারে চলব। বাচ্চারা তোমাদের ভাগ্য উদয় হচ্ছে। তোমরা বিশ্বের মালিক হও। অন্য সবার ভাগ্য এখন সুপ্ত অবস্থায় আছে। সবাই খুব দুঃখে আছে। আদি সনাতন ভারত স্বর্গ ছিল। এখন আর নেই। তমোপ্রধান পতিত হয়েছে। পতিত পাবন পরমাত্মাকে বলা হয়। কৃষ্ণকে নয়। স্বর্গে সবার আত্ম জ্যোতি জাগ্রত থাকে। দীপ মালা বলা হয় কিনা। এখন তো সবার জ্যোতি নিভে আছে। বাবা বলেন - এই হল আমার আত্মাদের মালা। প্রথমে আত্মাদের মালা তৈরি করি। তারপরে বিষ্ণুর মালা তৈরি করি। শিববাবা তৈরি করেন ব্রহ্মা দ্বারা। এই কথাও বোঝান হয়েছে - ব্রাহ্মণদের মালা তৈরি হতে পারেনা কারণ আকাশে চড়ে কখনো নীচে পড়ে থাকে। নিশ্চয় বুদ্ধি থেকে পরিবর্তন হয়ে সংশয় বুদ্ধি হয়ে যায়। আজ যে পাকা ব্রাহ্মণ, অন্যদের নিজ সমান তৈরি করে, কাল শূদ্র হয়ে যায় তাই শিববাবা বলেন ব্রাহ্মণদের মালা তৈরি হতে পারেনা। তোমরা পুরুষার্থ কর, রুদ্র মালা তৈরি হবে তাই যোগ যুক্ত হতে হবে। যোগ পুরো হবে তো বুদ্ধি রূপী পাত্র পবিত্র হবে ফলে ধারণা হবে। বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা বর্সা প্রাপ্ত কর। তোমাদের নজর বর্সার দিকে থাকে। লৌকিক পিতার সন্তানদেরও বর্সার দিকে নজর থাকে তাইনা। কেউ আবার বলে এই বুড়ো কবে মরবে তো সম্পত্তি পাওয়া যাবে। কোনো কোনো পিতা এমন থাকেন যে বাচ্চাদের কিছু দেন না। স্ত্রীকে সংসার খরচও দেন না।

বাবা বলেন মুখ্য কথা হল নিশ্চয় বুদ্ধি হও। তোমরা বিচিত্রের হাত ধরেছ । এই চিত্রের দ্বারা - আমায় স্মরণ করো। তোমাদের বুদ্ধি জিনের মতন হওয়া উচিত। শিববাবা পরম ধামে থাকেন। এখন শিববাবা মধুবনে মুরলী ক্লাস করছেন হয়তো। ক্ষণে ক্ষণে শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে।

এখন তোমরা এখানে বসে আছ, তিনি বলছেন মামেকম্ স্মরণ কর তো তোমরা আমার মালার দানা হতে পারবে। এ হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। এতে ব্রাহ্মণও নিশ্চয়ই চাই। শাস্ত্রে কোথাও এমন লেখা নেই যে জগৎ অম্বা ব্রাহ্মণী ছিলেন। এই কথা বাবা-ই বোঝাচ্ছেন। কিন্তু মায়াও খুব কঠিন। নিশ্চয় হওয়ার সময় মায়া চট করে সংশয় বুদ্ধি করে দেয়। তখন শ্রীমৎ প্রাপ্তির জন্যে বুদ্ধি চলায়মান হয় না। তাদের পদও ভ্রষ্ট হয়ে যায়। চড়লে চাখবে বৈকুণ্ঠ রস, নীচে পড়লে হবে ভেঙে চুরমার ..... প্রজাতেও পদ মর্যাদা কম হবে। তোমরা হলে লাকি জ্ঞান সিতারা বা জ্ঞান নক্ষত্র। তোমাদের উপরে বিশাল দায়িত্ব আছে। বাবা বলেন - খবরদার থাকবে, বিকার গ্রস্ত হবেনা। তোমাদের কর্তব্য হল পতিতদের পবিত্র করা। কাউকে দুঃখ দেবেনা। সদা সুখী করতে হবে। বাবা বাচ্চা বাচ্চা বলে বোঝান যদিও উনি হলেন বৃদ্ধ। এনার আত্মাকেও বাচ্চা বলা হবে। এই আত্মাও ওঁনাকে বাবা বলেন। প্রতি কদমে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। সেন্টার সব শিববাবার, কোনো মানুষের নয়। শিববাবা এনার দ্বারা স্থাপনা করেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বুদ্ধিকে রোজ জ্ঞানের ভোজন দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে। যোগের দ্বারা বুদ্ধি রূপী পাত্রটি পবিত্র করতে হবে।

২) "আমরা বিচিত্র বাবার হাত ধরেছি" - এই নিশ্চয়ের আধারে প্রতি ক্ষণ বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কাউকে দুঃখ দেবেনা।

বরদান :- নিজের অনাদি সংস্কার গুলি ইমার্জ করে সর্ব সমস্যা পার করতে পারা উড়ন্ত বিহঙ্গ ভব

ব্যাখা: তোমরা সবাই অনাদি রূপে উড়ন্ত বিহঙ্গ, কিন্তু ভার যুক্ত হওয়ার দরুন উড়ন্ত বিহঙ্গের বদলে খাঁচার পাখি হয়ে গেছ। এখন আবার অনাদি সংস্কার ইমার্জ করো অর্থাৎ ফরিস্তা রূপে স্থিত থাকো, একেই সহজ পুরুষার্থ বলা হয়। উড়ন্ত পাখি হলে পরিস্থিতি নীচে এবং তোমরা হয়ে যাবে উপরে। এইটি হল সর্ব সমস্যার সমাধান।

স্লোগান - প্রতি কদমে কল্যাণ ভেবে প্রত্যেকটি আত্মাকে শান্তির শক্তি দান করা-ই হল প্রকৃত সেবা ।